Saṁskṛtavarttikā

Proceedings of 1st Annual International Sanskrit Conference

Vol. I, Part 2

Editor in Chief: Dr. Uttam Biswas

Associate Editors in English:
Devalina Saikia, Rakesh Das, Aniruddha Kar

Associate Editors in Bengali:
Anusrita Mandal, Arpan Guha, Shubhajyoti Das

Indological Research Group,
Paschimbanga Anchalik Itihas O Loksanskriti Charcha Kendra,
Kolkata, 2017

Scanned with OKEN Scanner

Saṁskṛtavarttikā

Proceedings of 1st Annual International Sanskrit Conference

Vol. I, Part 2

First Published 2017

Copyright © Paschimbanga Anchalik Itihas O Loksanskriti Charcha Kendra 2017

No portion of this publication may be reproduced or transmitted by any means in part or whole by any method of reproduction or copying whether electronic/digital or otherwise, without the express, prior and written permission of the author and the publisher. The responsibility for the facts stated, opinions expressed and conclusions reached is entirely that of the author of the publication and the Paschimbanga Anchalik Itihas O Loksanskriti Charcha Kendra, as a body, accepts no responsibility for them.

ISBN 978-81-926316-9-1

Published by

Malay Das *for*
Paschimbanga Anchalik Itihas O Loksanskriti Charcha Kendra,
Madhyakalyanpur, Baruipur, Kolkata - 700 144
anchalikitihas@gmail.com

Printed at

S. P. Communications Pvt. Ltd,
31b, Raja Dinendra Street, Raja Ram Mohan Roy Sarani,
Kolkata - 700009

Price

Rs. 700/-

Scanned with OKEN Scanner

শ্রীকৃষ্ণের গীতা উপদেশের কারণ নির্ণয়

নমিতা সাহা
আসিস্টান্ট প্রোফেসর, সংস্কৃত বিভাগ, পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের লোকোত্তর তপঃপ্রভাবে ভারতের চিরন্তন আত্মার মহাজাগরন ঘটেছে সংস্কৃতে লেখা লক্ষশ্লোক বিশিষ্ট মহাকাব্য 'মহাভারতে'। এই মহাকাব্য আঠারোটি পর্বে বিভক্ত।এই আঠারো পর্বের অন্যতম 'ভীষ্ম' পর্বের ২৫ - ৪২ পর্যন্ত ১৮টি অধ্যায়ের মোট ৭০০টি শ্লোক সমন্বিত সমৃদ্ধ অংশটি 'শ্রীভগবদ্গীতা' নামে খ্যাত।

মানবজীবনের চরম সঙ্কটে মানবকে অগ্রসর হতে সহয়তা করে যথার্থ লক্ষ্যের দিকে - এমনই একজন পুরুষ হলে 'শ্রীকৃষ্ণ'। জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত বিপরীত বুদ্ধিধারী অর্জুনের চরম সঙ্কটের দিনে যথার্থ সারথী রূপে রথী অর্জুনকে তার প্রকৃত লক্ষ্যস্থলে পৌছানোর জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে তিনি যে সকল উপদেশ প্রদান করেছিলেন তা শুধুমাত্র অর্জুনকেই সঞ্জীবিত করেছিল তা নয়; জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত অথচ সৎস্বভাব সম্পন্ন মানুষকে তা যুগ যুগ ধরে নব নব আলোকে উদ্ভাসিত করে নিয়ে চলেছে তাঁর প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে।

কারন নির্ণয় - বহু প্রাচীনকালে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রাক্কালে আত্মীয় - স্বজন পরিবৃত যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থলে বীরত্বের ভঙ্গীতে অথচ দম্ভভরে[১] যুদ্ধের সাজে সুসজ্জিত রথ স্থাপন করে উপস্থিত যোদ্ধবর্গকে দেখে কৃষ্ণসখা অর্জুন হঠাৎই বলে উঠেছিলেন - ' হে কৃষ্ণ আমার শরীর অবসন্ন হচ্ছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, হাত থেকে গান্ডীব ধনু স্খলিত হচ্ছে, সর্বাঙ্গে জ্বালা অনুভব করছি, আমি স্থির থাকতে পারছি না, আমার মন ও ঘুরছে।[২]

এই রকম পরিস্থিতিতে তাঁর কি করা কর্তব্য সে কথা অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন না, বরং প্রথম থেকেই যুদ্ধোদ্যমী ও একদিন সমস্ত শত্রুনিধন করবেন - এরূপ অঙ্গীকারকারী অর্জুন নিজের দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতাকে অস্বীকার করাতে, কোনও এক অলীক ভালোবাসার কুহকে পড়েই যুদ্ধ করতে এসে তাঁর এরূপ বিষম অবস্থা হয়েছে - তা যাতে কেউ বলতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই মিথ্যা বীরত্বের দম্ভকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যথার্থ পরিনামদর্শী ব্যাক্তির ন্যায় তিনি অনুভব করলেন এই স্বজন বধরূপ যুদ্ধের পরিনতিতে কোনও শ্রেয় বা কল্যান[৩] হবে না। আসলে শ্রেয় বা যথার্থ কল্যানের ধারনাই আজ তাঁকে স্বজন - বধরূপ যুদ্ধ থেকে বিরত হতে বাধ্য করেছে। তাই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন -

' ন কাঙ্খে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ'।[৪]

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, আমি জয়লাভ, রাজ্যলাভ বা বিবিধ সুখভোগ, কিছুই চাই না।

পৃথিবীতে আমাদের সকলেরই জীবন এক বিরামহীন সংগ্রাম। অনেক সময় আমরা আমাদের দুর্বলতা ও কাপুরুষতাকে ক্ষমা ও ত্যাগ বলে ব্যাখা করতে চাই। আঘাত করতে সমর্থ কোন ও মানুষ যদি সহ্য করে যায়, তবে তার কৃতিত্ব আছে; যার কিছু আছে, সে যদি ত্যাগ করে তবে

Scanned with OKEN Scanner

তাতে মহত্ত্ব আছে। আলস্য ও ভীরুতার জন্য আমরা জীবনে বহুবার সংগ্রাম পরিত্যাগ করি। অথচ আমরা সাহসী -এই মিথ্যা বিশ্বাসে নিজেদের মনকে সম্মোহিত করার চেষ্টা করি।[৭]

অর্জুনের অবস্থা - অর্জুন যেন আমাদেরই প্রতিনিধি। অর্জুন বলেছেন - যুদ্ধ সংঘটিত হলে বংশনাশ হবে, ফলে কুলধর্ম বিনষ্ট হবে, ক্রমে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হবে, ফলে আপন পুণ্যবলে উর্ধ্বলোকগামী পূর্বপুরুষগন ও পতিত হবেন।[৮] তাই রাজ্য পাবার লোভে স্বজনবর্গকে হত্যা করতে উদ্যত হয়ে তিনি যে পাপকর্মে লিপ্ত হতে চলেছেন, তা থেকে প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ পাপ স্খলন করার জন্যই অর্জুন সর্বশেষ সিদ্ধান্তরূপে বললেন - নিজ প্রানরক্ষায় উদাসীন ও অস্ত্রবিহীন আমাকে যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগন এই যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করে তাহলে সেটাই আমার পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর হবে[৯]। ভাবটা যেন এইরকম - স্বজনবধরূপ পাপকর্মে উদ্যত হয়ে জীবনধারণের চেয়ে অর্জুনের নিকট মৃত্যুই অধিক হিতকর।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অর্জুন যেভাবে একটার পর একটা যুক্তির অবতারনা করেছেন, সেগুলি যেন এমন - অর্জুনকে যেন কেউ বর্ণসঙ্কর ইত্যাদি বিষয়কে অবলম্বন করে প্রশ্ন করছেন এবং তিনি যেন সেগুলোর উত্তর দেবার ছলে নিজ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। অথচ তাঁর এতক্ষন ধরে আলোচিত সমস্ত যুক্তি তর্কের একমাত্র সাক্ষাৎ শ্রোতা শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু নীরব। সখা কৃষ্ণের নীরবতাই যেন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অর্জুনকে প্রগলভ করে তুলেছিল। শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন মমত্ববোধ ও স্বজনাশক্তি জনিত কাতরতাই আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অর্জুনকে এরূপ আচরন করতে বাধ্য করেছে। তাই তিনি উত্তম শ্রোতার ন্যায় নীরব থেকে অর্জুনের সমস্ত মনোগত দুর্বলতাকে যেন বের করে আনতে চেয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের নীরবতা অপ্রতিরোধ্য বররূপে অর্জুনকে যেন আঘাত করেছিল। তাই আত্মপক্ষ সমর্থনে যথেষ্ট যুক্তি ইত্যাদি বোধের পরিচয় দিয়েও অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে পারেন নি। বরং সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ধনুর্বান ফেলে দিয়ে রথের উপর বসে অশ্রুমোচন করছিলেন। অর্জুনের অবস্থা বর্ণনা করতে সঞ্জয় 'শোক সংবিগ্নমানসঃ'[১৮] এই বিশেষণের অবতারনা করেছেন। রবি রাহুগ্রস্থ হলে যেমনঃ প্রভাহীন হয় তেমনি অর্জুনকেও অত্যন্ত দুঃখে জর্জরিত দেখাতে লাগলো।

শরীর ঘেরা 'আমি' ও তা থেকে উদ্ভূত 'আমার' বোধের দ্বারা চালিত হলে পুত্র স্বজনাদিতে অত্যন্ত আপনার বোধ জন্মে। সে চায় জগতের সবকিছুকে তার এই মধুর 'আমি'র দিকে কেন্দ্রীভূত করতে। আবার এগুলির প্রাপ্তিতে সুখ ইত্যাদি লাভ হয় বলে সেগুলিকে শ্রেয়োপ্রাপ্তি বলে মনে করে। তাই অর্জুন - কণ্ঠে ধ্বনিতে হয়েছিল -'স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব।'[১৯] অর্থাৎ, হে মাধব, স্বজনদিগকে বধ করে আমরা কি প্রকারে সুখী হব?

জীবমাত্রেই সুখার্থী, দুঃখকে পরিহার করে সে চায় সুখকে গ্রহন করতে, তাই যা কিছু সুখকররূপে সম্মুখে আবির্ভূত হয় তাকেই সে শ্রেয় বলে বরন করে নেয়। একমাত্র বিবেকী ব্যক্তিই বস্তুর পরিণাম দর্শন করে বিষয় গ্রহনে সমর্থ হন বলে যথার্থ শ্রেয় প্রাপ্ত হন।[২০]

একটি আপত্তি হতে পারে, জীব যেহেতু সর্বতোভাবে দুঃখকে পরিহার করতে চায় সেহেতু কেন মানুষ যা পরিনামে দুঃখ দেয় সেই প্রেয়কে পরিত্যাগ করে শ্রেয়কে বরন করে না ? উত্তরে বলা যায় যেহেতু সুখার্থী দুঃখকে পরিত্যাগ করতে চায় যা পরিনামে দুঃখ দেয়। সেই প্রেয়কে 'প্রেয়' বলে বুঝলে কখনই তা গ্রহন করে না। শ্রুতির অভিমত হল - শ্রেয় ও প্রেয় পৃথক পৃথক ভাবে পুরুষের নিকট উপস্থিত হয় না। 'যেন মিশ্রিত' হয়ে উপস্থিত হয়। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য বলেছেন - জলমিশ্রিত দুধ থেকে দুধকে যেমন হংস আলাদা করে গ্রহন করতে পারে অনুরূপভাবে একমাত্র ধীর ব্যক্তিই 'যেন মিশ্রিত' শ্রেয় প্রেয় থেকে শ্রেয়কে আলাদা করতে পারে।[২১]

Scanned with OKEN Scanner

দীর্ঘকাল ধরে নির্যাতিত, যাযাবরের ন্যায় জীবনযাপন করে সুখ থেকে বঞ্চিত অর্জুন জ্ঞানবান হওয়া সত্ত্বেও আত্মীয়স্বজনবধে সুখ একেবারে নির্মূল হবে – এরুপ চিন্তাবিষ্ট হওয়ায় যুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও ক্ষত্রিয় হিসাবে তাঁর কর্তব্য ভুলে গিয়েছিলেন বলেই প্রেয়কে শ্রেয় বলে বরন করার আশঙ্কায় হাহাকার করে উঠেছিলেন। কঠশ্রুতিতে প্রারম্ভেই এর উদাহরন আছে। স্বর্গফলের কামনা করে নচিকেতার পিতা যে বিশ্বজিৎ যাগ করেছিলেন, সেই যাগে উপযুক্ত বস্তুদান না করে ফল কামনার দ্বারা পরিব্যপ্ত হয়েছিলেন যে জরাজীর্ন গো – সকলকে তিনি দান করেছিলেন।

ইহলোক ও পরলোকে সুখভোগের আকাঙ্ক্ষাই অর্জুনকে ক্ষত্রিয়ের আদর্শচ্যুত করে ক্লীবে পরিনত করেছিল। তাই যথার্থ বান্ধবের ন্যায় ভ্রমে পতিত বান্ধব তথা রথীকে পথ প্রদর্শন করার জন্যই সারথি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সকলপ্রকার যুক্তিই অপনোদন করার জন্য তিরস্কার করে বললেন 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ"[১২]

অর্থাৎ, হে অর্জুন, তুমি বীর্যহীন ক্লীবের ন্যায় কাতরভাবাপন্ন হয়ো না। তা তোমার মতো ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের উপযুক্ত নয়। হে পরন্তপ, তুচ্ছ হৃদয়ের দুর্বলতা ত্যাগ করে যুদ্ধের নিমিত্ত উত্থান কর।

সখা সাধারণত সখার মতের অনুবর্তন করে। কিন্তু অর্জুনসখা কৃষ্ণ পরিণামদর্শী[১৩], অচ্যুত ভগবানরূপে[১৪] আদৃত। তাই তিনি সখার দুর্বলতাকে প্রশয় দিলেন না। সখার কাছ থেকে অর্জুন শুনলেন – এই ঘোর সঙ্কটকালে তোমার মনে কোথা থেকে পাপ চিন্তা উপস্থিত হল ? এতো তোমার স্বভাব নয়। কাজেই যে সুখ হারাবার ভয়ে অর্জুন আজ যুদ্ধ করতে চাইছেন না, সেই সুখ এবং তার তুলনায় অমৃতত্ব লাভ রূপ স্বর্গসুখ থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন, যদি যুদ্ধ না করেন। শ্রীকৃষ্ণের এই সকল উক্তি অর্জুনকে কর্তব্য বিষয়ে আরও বিচলিত করে তুললো। প্রকৃতপক্ষে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা প্রাপ্ত হলেন। তাই আর্তভক্তের ন্যায় প্রকৃত বান্ধব শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন বললেন- 'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে"[১৫]

অর্জুন স্বীকার করলেন, এক বিষম দুর্বলতায় আমার স্বভাব আছন্ন এবং ধর্ম বিষয়ে অর্থাৎ ব্যাক্তি ও পরিস্থিতি অনুযায়ী উচিত, কর্ম সম্পাদন বিষয়ে আমার বুদ্ধি মোহগ্রস্থ হয়েছে, যেভাবে ধর্ম অর্থাৎ কর্ম সম্পাদন করলে তা আমার পক্ষে শ্রেয় হবে তা আমাকে উপদেশ করুন। আমি আপনার শিষ্য অর্থাৎ আপনি আমাকে এই বিষয়ে যথাযথভাবে শাসন করে, যা নিশ্চিত কল্যাণকর সেদিকে নিয়ে যেতে সক্ষম উপদেষ্টা, আর সেই কারনেই আজ এই সঙ্কটে আমি আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।[১৬]

এখানে বিশেষভাবে লক্ষনীয় যে, পূর্বে (১/৩১) দেহাত্মবুদ্ধি সঞ্জাত অহঙ্কারের দ্বারা বিমূঢ় হয়ে অর্জুন নিজেকে শ্রেয় ইত্যাদি বিচারের যোগ্য বলে মনে করেছেন, তাই তিনি বলেছেন, আমি বিচার করে এই যুদ্ধে কোনও শ্রেয় দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আলোচ্য স্থলে (গীতা ২/৭) ব্যাক্তি ও পরিস্থিতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের নীরব ও সরব আচরনের দ্বারা অর্জুনের সেই অহঙ্কার যেন এখানে প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হল। অর্জুন অনুভব করলেন ব্যাক্তি ও পরিস্থিতি অনুসারে ধর্ম আচরন করা ইত্যাদি দিকে অতিক্রম করতে না পারলে শ্রেয়োপ্রাপ্তি হবে না, পূর্বে অর্জুন (গীতা ১/৩১) 'শ্রেয়' পদটির উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু এখানে (গীতা ২/৭) 'নিশ্চিত শ্রেয়' পদের উল্লেখ করেছেন। তাই অর্জুনের শ্রেয়বিষয়ের চিন্তা বা জিজ্ঞাসা রূপ নিল নিশ্চিত বিষয়ের জিজ্ঞাসাতে অর্জুনের এই রকম জিজ্ঞাসার রূপান্তর স্মরন করিয়ে দেয় চৈতন্য চরিতামৃতের সেই অপূর্ব জিজ্ঞাসাকে- ' শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ?'

Scanned with OKEN Scanner

গীতা উপদেশের কারণ - অর্জুন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় ও পঞ্চম অধ্যায়ে আরও দুবার নিশ্চিত শ্রেয়কে জানতে চেয়েছেন। তবে প্রথম স্থলে তাঁর যে নিশ্চিত শ্রেয়ের জিজ্ঞাসা তা ঘোর সঙ্কটে পতিত আর্ত ব্যাক্তির পরিত্রান পাবার চেষ্টার ন্যায় হৃদয় মথিত ব্যাকুলতা থেকে ব্যাক্ত হয়েছে। আর সেই কারনেই অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে অষ্টাদশ অধ্যায়যুক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপদিষ্ট হয়েছে সকল জীবের কল্যানের জন্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে আরও লক্ষনীয় যে পঞ্চম অধ্যায়ের পর বাকী ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অর্জুন আর নিশ্চিত কল্যান বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন নি কারন ততক্ষনে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ কৌশলে অর্জুন বুঝাতে পেরেছেন, সংসারে এমন কোনও পরিস্থিতি নেই যেখান থেকে শ্রেয়োলাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। যেহেতু তিনি হলেন মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। তাই কৃষ্ণ তাঁকে বলেছেন - যাঁরা সর্বত্র সমত্ব বুদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁরা ইহলোকে থেকেই সংসারকে জয় করেন।

যাইহোক অর্জুনের নিশ্চিত শ্রেয় বিষয়ে জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে সমগ্র উপনিষদের সারমন্থন করে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত যোদ্ধৃবর্গের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সার্থকভাবে উপদিষ্ট যে বেদান্ত তাই হল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অর্থাৎ এটি হল মানবের জীবনযুদ্ধ সর্বস্তরে প্রয়োগের উপযোগিভাবে সর্বাবস্থায় আশ্রয়নীয় রূপে উপদিষ্ট বেদান্ত।

মোক্ষশাস্ত্র রূপে গীতা - গীতাকে মুমুক্ষগনের মোক্ষশাস্ত্র বলে সিদ্ধান্ত করা হয়ে থাকে তাহলে এটি নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ভগবৎ গীতায় কল্যানার্থী সকল স্তরের মানবের জন্যই কল্যান পথে অগ্রসর হওয়ার উপায় উপদিষ্ট হয়েছে। তা না হলে ' ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুক্ত অপেক্ষা ভাল (শ্রেয়ঃ) অন্যকিছু নেই' (গীতা - ২/৩১) ' যে ভক্তির সঙ্গে পত্র, পুষ্প, ফল, জল আমাকে প্রদান করে, ভক্তির সঙ্গে উপহার প্রদত্ত সেই সকল আমি গ্রহন করি' (গীতা - ৯/২৬), অথবা 'তুমি যা করো, যা ভোজন করো, যা আহুতি দাও, যা দান করো, সব কিছু আমাতে অর্পণ করো' (গীতা - ৯/২৭)। 'দুরাচার ব্যাক্তি ও যদি অনন্যভাবে ভোজন করে, তবে তাকে সাধু বলেই জানবে' (গীতা - ৯/৩০)। 'অতএব তুমি পূর্বপুরুষগনের ন্যায় কর্মই অনুষ্ঠান কর' (গীতা - ৪/১৫) - এই সকল উপদেশ গীতায় স্থান পেত না। নিঃসন্দেহে বলা যায় - ভগবৎ গীতাই বেদান্তকে সকলের উপযোগী, সকল কল্যানার্থীর উপযোগী করেছে। আরও বলা যায় যে, গীতা বেদান্তের উচ্চতম আদর্শকে জীবনে পরিনত করবার কার্যে পরিনত করবার উপায় সমূহ নিরূপন করেছে। সেই জন্যই গীতামৃত জীবনপ্রদ, দুগ্ধতুল্য।[১৭] আর এই বাস্তব সত্যটিকে অতি সংক্ষেপে অথচ বলিষ্ঠ রূপে ব্যক্ত করতে গিয়ে গীতার ধ্যানে বলা হয়েছে -'সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ। পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।।'[১৪]

যদি সমস্ত উপনিষদ ও জ্ঞানশাস্ত্রকে একটি দুগ্ধবতী ধেনু কল্পনা করা হয় তবে দোহনকারী হলেন শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুন বাছুররূপে কল্পিত হন। সারবস্তু অর্থাৎ দুগ্ধ হল গীতা গ্রন্থটি। সুধীজনেরাই এর ভোক্তা।

গীতাতে আত্মজ্ঞান লাভের বিভিন্ন মার্গে প্রদর্শন করবার পূর্বে প্রথমেই উপনিষদের অবিনাশী সর্বব্যাপী - নির্বিকার - আত্মতত্ত্বের উপদেশ করা হয়ছে। পরে কর্মযোগ, অভ্যাসযোগ বা রাজযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগের উপদেশ করা হয়েছে। এই রাজযোগ অবলম্বন করে 'যোগবিন্দু' প্রভৃতি বহু উপনিষদও থাকায় উপনিষদদুক্ত রাজযোগের ব্যাখা গীতাতে স্থান পেয়েছে। কারন, গীতা হল 'সর্বোপনিষদো গাবো'

Scanned with OKEN Scanner

সূত্রনির্দেশ

১. *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা*, ১/২২
২. *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা*, ১/২৮ - ৩০
৩. *তদেব*, ১/৩১
৪. *তদেব*, ১/৩২
৫. *গীতা সারসংগ্রহঃ* - গ্রন্থের 'গীতা ও গীতা প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে' স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্যের সংকলন।
৬. *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা*, ১/৪১
৭. *তদেব*, ১/৪৫ - ৪৬
৮. *তদেব*, ১/৮৭
৯. *তদেব*, ১/৩৭
১০. *কঠোপনিষদ*, ১/২/২
১১. *তদেব*, ১/২/২, শঙ্কর ভাষ্য দ্রষ্টব্য।
১২. *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা*, ২/৩
১৩. যিনি সর্বকালে বিদ্যামান। নিত্য কল্যানস্বরূপ এবং অচঞ্চল - মহানারায়ণ উপনিষদ।
১৪. মধুসূদন সরস্বতীকৃত *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার* ২/২ টীকা দ্রষ্টব্য।
১৫. *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা* - ২/৭
১৬. *তদেব*, ২/৭
১৭. *বিবেকানন্দের বেদান্তচিন্তা*, শ্রী দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য

Scanned with OKEN Scanner